বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

Shahriar Newaz

Instructor, P2A

Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (টিকফা)

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা চুক্তি। ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত হয়। ২০২০ সালের আগস্টে ৫ম বৈঠক হয়।

Preferential Trading Arrangement (PTA)

•অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা

বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে পিটিএ

- বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে পিটিএ (বাংলাদেশের প্রথম পিটিএ)
- স্বাক্ষর - ৬ ডিসেম্বর, ২০২০
- বাংলাদেশের ১০০টি পণ্যে ভুটান এবং ভুটানের ৩৪টি পণ্যে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত প্রবেশ সুবিধা পাবে।
- স্বাক্ষর: ৬ ডিসেম্বর, ২০২০

Bangladesh Development Forum (BDF)

- বাংলাদেশের উন্নয়নে নিয়োজিত দেশ ও প্রতিষ্ঠানের জোট।
- প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা: ফ্রান্স
- প্রতিষ্ঠাকালীন নাম: প্যারিস এইড গ্রুপ
- প্রতিষ্ঠা: ~~১৯৭৪ সালে~~

Bangladesh Development Forum (BDF)

- BDF নামকরণ হয়: ২০০১ সালে
- বাংলাদেশে উন্নয়ন ফোরামের প্রধান সমন্বয়ক: বিশ্বব্যাংক
- নিয়মিত বৈঠকে সভাপতি ছিল: বিশ্ব ব্যাংক [বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী]
- পার্টনারশিপ: ৪টি [UNDP, World Bank, UNICEF, BRAC]

শিল্পমন্ত্রণালয়ের দপ্তরসমূহ

- BCIC
- BSFIC
- BSEC
- BSCIC

BCIC

- Bangladesh Chemical Industries Corporation
- নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান: ১২টি (সার কারখানা ৭টি এবং অন্যান্য ৫টি)

Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC)

BSTI

- Bangladesh Standards and Testing Institution.
- পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান
- প্রতিষ্ঠা: ১৯৮৫

DPDT

- Department of Patents, Designs and Trademarks.
- প্রতিষ্ঠা: ~~২০০৩~~

জিআই পণ্যের স্বীকৃতি দেয় - DPDT

World Intellectual Property Organization (WIPO)-র নিয়ম মেনে বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পেটেন্টস, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক বিভাগ (ডিপিডিটি) এই স্বীকৃতি ও সনদ দিয়ে থাকে।

জি আই পণ্য কী?

- জিআই এর পূর্ণরূপ জিওগ্রাফিকার ইন্ডিকেশন (Geographical Indication)। অর্থাৎ একটি পণ্যকে ভৌগোলিকভাবে চিহ্নিত হতে হবে। কোনো একটি দেশের পরিবেশ, আবহাওয়া ও সংস্কৃতি যদি কোনো একটি পণ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখে, তাহলে সেটিকে ওই দেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বলা যায় পুরো বিশ্বের কাছে যে পণ্যের মাধ্যমে একটি দেশ বা অঞ্চল বা সংস্থা পরিচিতি পাবে, সেটিই হচ্ছে জি আই পণ্য।

- ২০১৩ সালে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন হয়।
- আইন অনুযায়ী, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য' DPDT তে প্রমাণ ও তথ্য-উপাত্তসহ আবেদন করতে হয়। আবেদন ঠিক থাকলে জার্নালে প্রকাশ করা হয়।
- জার্নালে প্রকাশিত হওয়ার পর কেউ যদি সেই পণ্যের বিরোধিতা করতে চায়, তাহলে তার জন্য সর্বোচ্চ ০২ মাস সময় ধরা আছে। এসময়ের মধ্যে কোন বিরোধিতা না পাওয়া গেলে পণ্যটিকে GI সনদ বা নিবন্ধন সার্টিফিকেট দেয়া হয়।

জিআই পণ্য কয়টি?

- বর্তমানে বাংলাদেশের জিআই পণ্য ৬০টি।

মঞ্জুরকৃত জিআই পণ্য

নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক (জি আই) পণ্যসমূহ

ক্রম	আবেদন নং	আবেদনের তারিখ	পণ্যের নাম	আবেদনকারী	পণ্যের শ্রেণী	রেজিস্ট্রেশন নং
১।	জি আই-০১	০১/০৯/২০১৫	**জামদানি শাড়ী**	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)	২৫	০১
২।	জি আই-০২	১৩/১১/২০১৬	**বাংলাদেশ ইলিশ**	মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ	২৯, ৩১	০২
৩।	জি আই-০৩	০২/০২/২০১৭	**চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম**	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩১	০৩
৪।	জি আই-০৫	০৬/০২/২০১৭	**বিজয়পুরের সাদা মাটি**	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোনা	০১	০৪
৫।	জি আই-০৬	০৬/০২/২০১৭	**দিনাজপুর কাটারীভোগ**	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	৩০	০৫
৬।	জি আই-০৭	০৭/০২/২০১৭	**বাংলাদেশ কালিজিরা**	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	৩০	০৬
৭।	জি আই-৩৪	১১/০৭/২০১৯	**রংপুরের শতরঞ্জি**	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)	২৭	০৭
৮।	জি আই-২৭	২৪/০৯/২০১৭	**রাজশাহী সিল্ক**	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	২৫	০৮
৯।	জি আই-৩০	০২/০১/২০১৮	**ঢাকাই মসলিন**	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা	২৪, ২৫	০৯
১০।	জি আই-১৫	০৯/০৩/২০১৭	**রাজশাহী-চাপাইনবাবগঞ্জের ফজলি আম**	১। ফল গবেষণা কেন্দ্র, বিনোদপুর, রাজশাহী, ২। চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি এসোসিয়েশন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	৩১	১০

নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক (জি আই) পণ্যসমূহ

ক্রম	আবেদন নং	আবেদনের তারিখ	পণ্যের নাম	আবেদনকারী	পণ্যের শ্রেণী	রেজিস্ট্রেশন নং
৫৫	জিআই-৬৪	০১.১২.২০২১	ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	৩১	৫৫
৫৪	জিআই-৭৪	০১.০৪.২০২৪	টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের জামুর্কির সন্দেশ	জেলা প্রশাসক,টাঙ্গাইল	২৯ ও ৩০	৫৪
৫৩	জিআই-২৪	০৪.০৬.২০১৭	নওগাঁর নাক ফজলী আম	সভাপতি, বদলগাছি উপজেলা নাক ফজলী আম চাষী সমবায় সমিতি	৩১	৫৩
৫২	জিআই-৬৪	২৭.০২.২০২৪	মুন্সীগঞ্জের পাতক্ষীর	জেলা প্রশাসক,মুন্সীগঞ্জ	২৯ ও ৩০	৫২
৫১	জিআই-৫৯	১২.০২.২০২৪	দিনাজপুরের বেদানা লিচু	জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর	৩১	৫১
৫০	জিআই-৮৭	২৩.০৫.২০২৪	কুমারখালীর বেডশিট	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	২৪	৫০

ক্রম	আবেদন নং	আবেদনের তারিখ	পণ্যের নাম	আবেদনকারী	পণ্যের শ্রেণী	রেজিস্ট্রেশন নং
৬০	জি আই-৯৫	০১.০৮.২০২৪	ফরিদপুরের পাট	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩১	৬০
৫৯	জি আই-৯০	১৪.০৭.২০২৪	মেহেরপুরের হিমসাগর আম	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর	৩১	৫৯
৫৮	জি আই-৮৮	১১.০৭.২০২৪	ফুলবাড়ীয়ার লাল চিনি	উপজেলা প্রশাসন, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ	৩০	৫৮
৫৭	জি আই-৯৪	২৪.০৭.২০২৪	নেত্রকোণার বালিশ মিষ্টি	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা	২৯ ও ৩০	৫৭
৫৬	জি আই-৮৯	১৪.০৭.২০২৪	মেহেরপুরের মেহেরসাগর কলা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর	৩১	৫৬
৫৫	জিআই-৬৪	০১.১২.২০২১	ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	৩১	৫৫

শিল্প কী?

কোনো সমজাতীয় দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলা হয়।

জাতীয় শিল্পনীতি - ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২

শিল্প মন্ত্রণালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ

শিল্পখাত

দেশীয় কাঁচামাল ও সম্পদ ব্যবহার করে শ্রমঘন শিল্পায়নের পাশাপাশি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত সুবিধাকে ধারণ করে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা, খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমানের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে সরকার 'জাতীয় শিল্পনীতি – ২০২২' প্রণয়ন করেছে।

বৃহৎ শিল্পখাত জিডিপির ৫টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত।

যথা –

খনিজ ও খনন

ম্যানুফ্যাকচারিং

বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাষণ, বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহার কার্যক্রম

নির্মাণ

পোশাক শিল্প

RMG

- RMG-এর পূর্ণ রূপ

→Ready Made Garments

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প:

তৈরি পোশাক শিল্প

- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) ‘ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিসটিকস: কি ইনসাইটস অ্যান্ড ট্রেন্ডস ইন ২০২৪’ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে, চীনের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ।

- বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ - ২য় (১ম: চীন)
- ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে (EU) তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ - ১ম (২য়: চীন)

- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানি খাতে ৮.৮৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।
- রপ্তানি আয় হয়েছে ৩৯.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

- পোষাক খাতের সবচেয়ে বড় বাজার – ইউরোপীয় ইউনিয়ন
- ২য় বড় বাজার – যুক্তরাষ্ট্র
- দেশ হিসেবে সবচেয়ে বড় বাজার – যুক্তরাষ্ট্র
- দেশ হিসেবে ২য় বড় বাজার – জার্মানি

মসলিন

- প্রাচীন বাংলার গৌরব 'মসলিন কাপড়' **মুঘল আমলে** ঢাকায় তৈরি হতো
- ইতিহাসখ্যাত ‘মসলিন’ এর একটি ছোট টুকরা এখনও **জাতীয় জাদুঘরে** সংরক্ষিত আছে

Accord: অ্যাকর্ড-রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশের পোশাক কারখানা সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত ইউরোপের ক্রেতাদের জোট।

- বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে অলোচিত-সমালোচিত অ্যাকর্ড অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে- ১ জুন, ২০২০।

ACCORD
on Fire and Building Safety in Bangladesh

- পোশাক খাতের সংস্কার তদারকিতে নতুন প্ল্যাটফর্মের নাম- RMG Sustainable Council (RSC)

Alliance

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিখ্যাত গার্মেন্টস ব্র্যান্ডগুলোর সংগঠন

ALLIANCE
FOR BANGLADESH WORKER SAFETY

পোশাক শিল্প পার্ক

- মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলা

ওষুধ শিল্প

ওষুধ শিল্প

- বর্তমানে দেশের চাহিদার প্রায় **৯৮** শতাংশ ওষুধ দেশে উৎপাদিত হয়।

- বিভিন্ন ওষুধ ও ওষুধের কাঁচামাল উন্নত বিশ্বের ইউরোপ ও আমেরিকাসহ ১৫৭ টি দেশে রপ্তানি করছে।

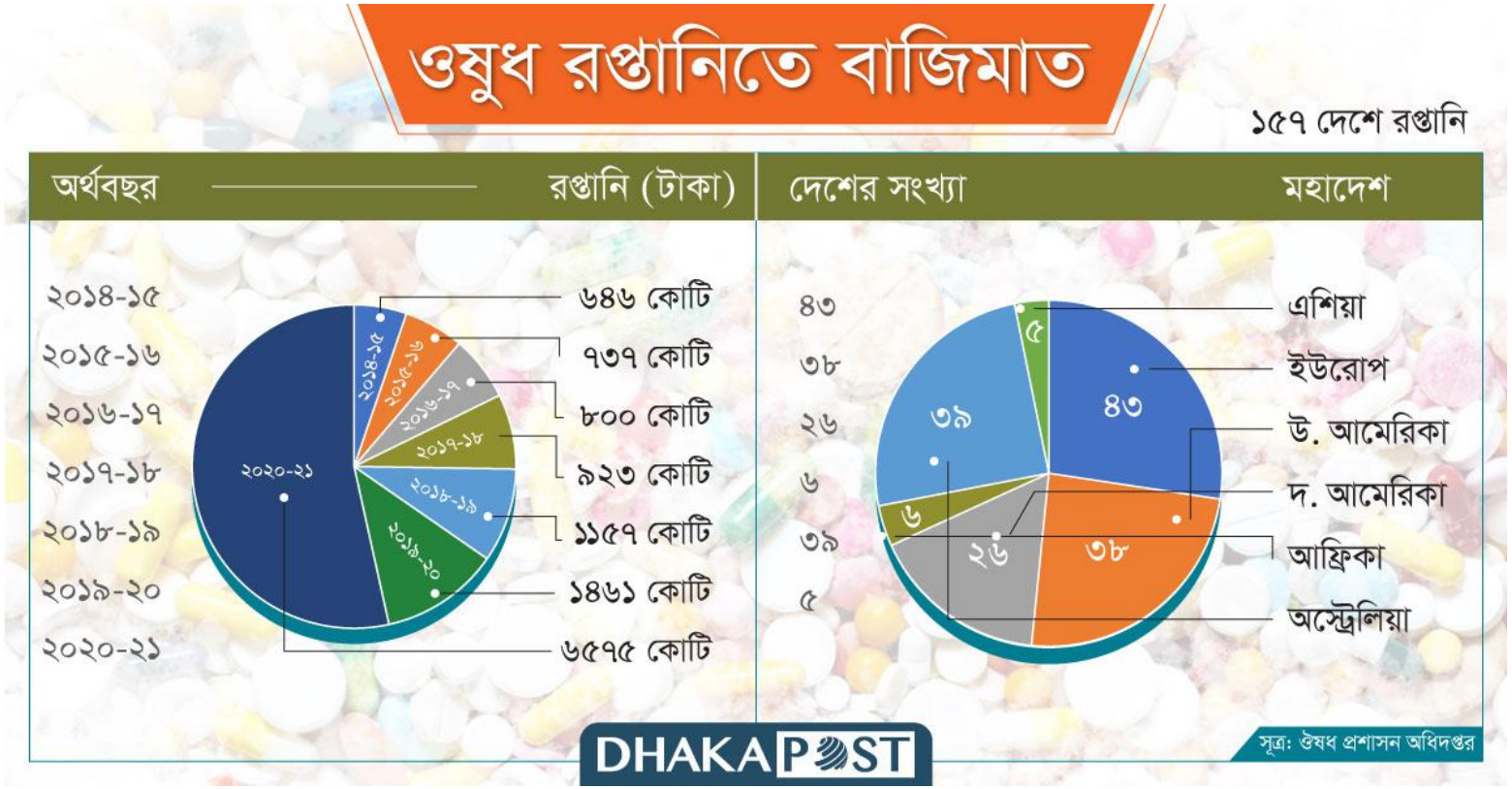

- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ওষুধ রপ্তানি করে - মায়ানমার
- ২য় সর্বোচ্চ – শ্রীলংকা

মেধাস্বত্ব ছাড়

- ২০০৮ সাল থেকে দেশের ওষুধশিল্প মেধাস্বত্ব ছাড়ের সুবিধা ভোগ করছে।
- এই সুবিধা ২০৩৩ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকার কথা থাকলেও বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় জায়গা করে নেওয়ার ফলে ২০২৬ সাল থেকে এই সুবিধা বাতিল হয়ে যাবে।
- সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০২৯ সাল পর্যন্ত মেধাস্বত্ব ছাড় পাবে।

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল)

- ১০০% রাষ্ট্র মালিকানাধীন ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি।
- ১৯৬২ সালে এটি সরকারি ফার্মাসিউটিক্যালস ল্যাবরটেরি (জিপিএল) নামে কেন্দ্রীয় সরকাররে অধীনে কাজ শুরু করে
- ১৯৮৩ সালে এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড নামে পুনঃনামকরন করা হয়।

ওষুধ শিল্প

- বাংলাদেশের প্রথম ওষুধ পার্ক বা ওষুধশিল্প গড়ে উঠেছে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায়।

সার শিল্প

- সার শিল্প নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান

Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC)

দেশে মোট সরকারি সার কারখানা রয়েছে

৭ টি

- দেশে নাইট্রোজিনাস (ইউরিয়া) সারের চাহিদা সবচেয়ে বেশি।
- ইউরিয়া সারের কাঁচামাল - মিথেন

ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা: ১ম সার কারখানা

১৯৬১ সালে সিলেটে স্থাপিত হয়

সর্ববৃহৎ সার কারখানা

- ঘোড়াশাল ও পলাশ সার কারখানা, নরসিংদী
- এটি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানা
- উদ্বোধন হয় ১২ নভেম্বর, ২০২৩

কর্ণফুলী সার কারখানা, চট্টগ্রাম

- বেসরকারি খাতে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম সার কারখানা।
- মালিকানা- বাংলাদেশ, জাপান, নেদারল্যান্ড, ডেনমার্ক।
- একমাত্র রপ্তানিমুখী সার কারখানা

কারখানার নাম	অবস্থান	সারের নাম
শাহজালাল ফার্টিলাইজার কো.লি.	ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট	ইউরিয়া
আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার কো. লি	আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ইউরিয়া
ঘোড়াশাল পলাশ ফার্টিলাইজার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী	পলাশ, নরসিংদী	ইউরিয়া
চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কো.লি.	রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম	ইউরিয়া
যমুনা কার্টিলাইজার কো. লি.	তারাকান্দি, জামালপুর	দানাদার ইউরিয়া
DAP কার্টিলাইজার কো.লি.	রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম	অ্যামোনিয়াম ফসফেট
ট্রিপল সুপার ফসফেট কমপ্লেক্স লি.	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	TSP, SSP

কাগজ শিল্প

কাগজ শিল্প নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান

Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC)

কর্ণফুলী কাগজ কল

- বাংলাদেশের প্রথম কাগজ কল
- প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৩ সালে

বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি কাগজ কল

৬টি

চিনি শিল্প

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল

- বাংলাদেশে প্রথম চিনি কল
- স্থাপিত হয় ১৯৩৩ সালে নাটোরে।

কেরু অ্যান্ড কোং

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চিনিকল কেরু অ্যান্ড কোং লিমিটেড, যা চুয়াডাঙ্গার দর্শনাতে অবস্থিত।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন

চিনিকল সংখ্যা

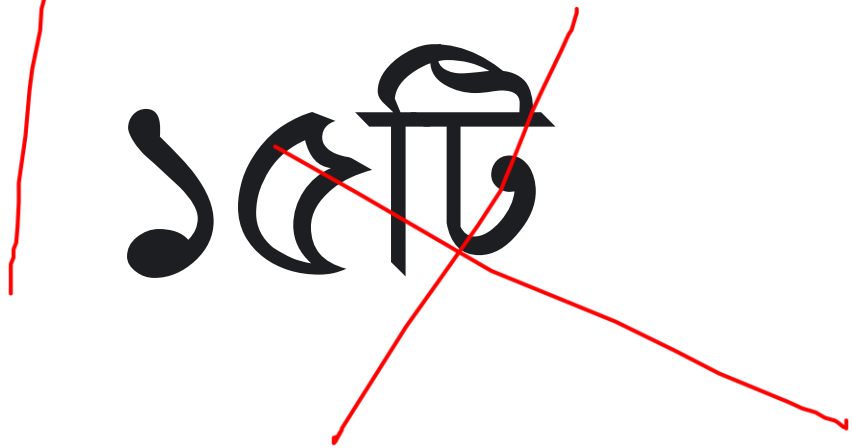

পাট শিল্প

- বর্তমানে দেশে যে পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদিত হয় তার বেসরকারি পাটকলে উৎপাদিত হয়- ৯৫%

- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা '**স্বাধীনতা পুরস্কার**'-এ ভূষিত হলেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানী পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প, **সোনালী ব্যাগ**-এর উদ্ভাবক **ডক্টর মোবারক আহমেদ খান**।
- **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** ক্ষেত্রে তিনি এই পুরস্কারে ভূষিত হন।

বাংলাদেশের মেশিন টুলস কারখানা

গাজীপুরে

একমাত্র অস্ত্র নির্মাণ কারখানা

- গাজীপুরে

বাণিজ্য

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (Ministry of Commerce)

- প্রথম বাণিজ্যমন্ত্রী: এম মনসুর আলী

EPB

- Export Promotion Bureau (রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো)
- মূল কাজ হলো দেশের রপ্তানি খাতের উন্নয়ন এবং প্রমোশন।

জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স

- সর্বাধিক জনশক্তি রপ্তানি করে: সৌদি আরবে।
- জনশক্তি রপ্তানিতে বাংলাদেশ ৬ষ্ঠ
- রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে বাংলাদেশ ৮ম (শীর্ষ দেশ ভারত)।
- বাংলাদেশ সর্বাধিক রেমিটেন্স আহরণ করে: সংযুক্ত আরব আমিরাত
- রেমিট্যান্স প্রেরণে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র

- সবচেয়ে বেশি প্রাথমিক পণ্য রপ্তানি হয়: কৃষিজাত পণ্য।
- সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ আসে: যুক্তরাজ্য থেকে
- দেশ হিসেবে বেশি বৈদেশিক সাহায্য দেয়: জাপান
- সবচেয়ে বেশি শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি হয়: নীটওয়্যার

P2A

রপ্তানি চিত্র ২০২৪-২০২৫

- মোট রপ্তানি আয় ৪৮,২৮৩.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

1. তৈরি পোশাক - ৩৯,৩৪৬.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
2. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
3. কৃষিজাত পণ্য
4. হোম টেক্সটাইল
5. পাট ও পাটজাত পণ্য
6. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য

P2A

- তৈরি পোশাক রপ্তানি

1. নীটওয়্যার
2. ওভেন গার্মেন্টস

- ২০২৫ সালের বর্ষপণ্য হলো "আসবাবপত্র"

- সবচেয়ে বেশি প্রাথমিক পণ্য রপ্তানি হয়: কৃষিজাত পণ্য।
- দেশ হিসেবে বেশি বৈদেশিক সাহায্য দেয়: জাপান
- সবচেয়ে বেশি শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি হয়: নীটওয়্যার

দেশভিত্তিক সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে

- ১ম: যুক্তরাষ্ট্রে
- ২য়: জার্মানিতে

দেশভিত্তিক বেশি আমদানী করে

- ১ম: চীন থেকে
- ২য়: ভারত থেকে

সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে

চীন থেকে

বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি সবচেয়ে বেশি

চায়নার সাথে

শিল্পাঞ্চল

BEZA: Bangladesh Economic Zones Authority

- প্রতিষ্ঠা: ২০১০
- নিয়ন্ত্রক: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- সভাপতি: প্রধান উপদেষ্টা
- ২০৩০ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা হবে: ১০০টি
- মোট অনুমোদন পেয়েছে: ৯৭টি
- বাস্তবায়নাধীন রয়েছে: ২৮টি (সরকারি- ৮টি এবং বেসরকারি – ২০টি)

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ

(Bangladesh Economic Zones Authority-BEZA)

- জাপানের বিনিয়োগে এসইজেড: নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার
- ভারতের বিনিয়োগে এসইজেড: বাগেরহাটের মোংলা
- চীনের বিনিয়োগে এসইজেড: চট্টগ্রামের আনোয়ারা

দেশের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল

- National Special Economic Zone
- আয়তন: ৩০,০০০ একর (জোন হবে: ৩০টি)
- অবস্থান: চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সীতাকুণ্ড উপজেলা এবং ফেনীর সোনাগাজী উপজেলা
- 'জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' ৩টি ইকোনমিক জোন নিয়ে গঠিত।

রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল (EPZ)

EPZ: Export Processing Zone

•রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপনের জন্য নির্ধারিত বিশেষ এলাকাকে বলা হয় ইপিজেড

বাংলাদেশে মোট ইপিজেড আছে: ১০টি

সরকারি-৮টি এবং বেসরকারি-২টি

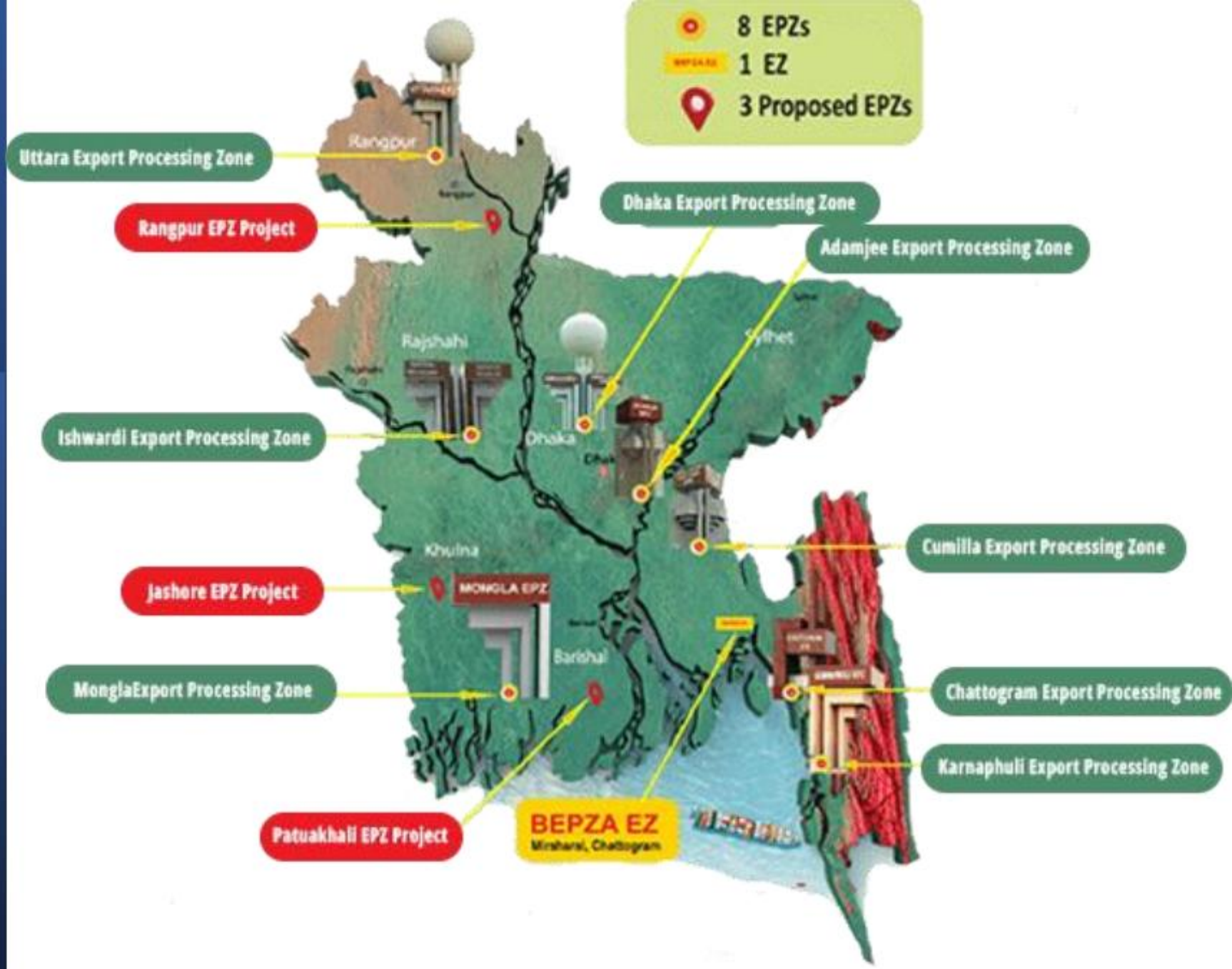

দেশের প্রথম সরকারি ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হয়

- চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় (১৯৮৩ সালে)

- বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করে- বাংলাদেশ ইপিজেড কর্তৃপক্ষ (BEPZA)

- ২৯ আগস্ট ২০২৩ একনেক সভায় দেশের নবম ইপিজেড প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়- পটুয়াখালীতে (এটি হবে বৃহত্তম ইপিজেড)।
- প্রস্তাবিত তিনটি ইপিজেড হবে- গাইবান্ধা, যশোর ও পটুয়াখালীতে।
- বেপজার আওতায় বর্তমানে ঢাকা, আদমজী, চট্টগ্রাম, মোংলা, ঈশ্বরদী, কুমিল্লা, উত্তরা ও কর্ণফুলী এই আটটি ইপিজেড রয়েছে।

দেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক ইপিজেড

উত্তরা,

নীলফামারী

বেসরকারি ইপিজেড: ২টি

- রাঙ্গুনিয়া ইপিজেড (প্রথম প্রাইভেট EPZ, এখনো চালু হয়নি)
- কোরিয়ান ইপিজেড (প্রতিষ্ঠা করেছে ইয়াংওয়ান গ্রুপ, সাউথ কোরিয়া)

আয়তনে সর্ববৃহৎ ইপিজেড

কোরিয়ান ইপিজেড

- সর্বশেষ EPZ (ইপিজেড) চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে প্রতিষ্ঠিত হয়- ২০০৬ সালে।

- **সবচেয়ে বেশি উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে চট্টগ্রাম ইপিজেডে।**
- সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ হয় ও রপ্তানি আয় আসে চট্টগ্রাম ইপিজেড।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA)

- Bangladesh Investment Development Authority
- কার্যালয়: আগারগাঁও, ঢাকা
- বোর্ডের প্রধান: প্রধান উপদেষ্টা
- বোর্ডের চেয়ারম্যান: আশিক চৌধুরী

সমুদ্র পরিবহণ ও বন্দর অর্থনীতি

বাংলাদেশে তিনটি সমুদ্রবন্দর আছে-

১. চট্টগ্রাম বন্দর

২. মংলা বন্দর

৩. পায়রা বন্দর।

চট্টগ্রাম বন্দর

- দেশের প্রথম ও বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর।
- কর্ণফুলি নদীর মোহনায় অবস্থিত।
- প্রতিষ্ঠা: ~~১৮৮৭ সাল~~

মোংলা বন্দর

- দেশের ২য় সমুদ্রবন্দর। (প্রাথমিক নাম ছিল চালনা বন্দর)
- পশুর নদীর তীরে বাগেরহাটের রামপালে অবস্থিত।
- প্রতিষ্ঠা: ~~১৯৫০ সাল~~

পায়রা বন্দর

- দেশের ৩য় ও স্বাধীন বাংলাদেশের ১ম সমুদ্রবন্দর।
- রামনাবাদ চ্যানেল সংলগ্ন আন্ধারমানিক নদীর তীরে পটুয়াখালির কলাপাড়ায় অবস্থিত।
- প্রতিষ্ঠা: ২০১৩ সাল (যাত্রা শুরু – ২০১৬)

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদসমূহ

- বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ - প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস

- দেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে
- উত্তোলন শুরু - ১৯৫৭ সালে

প্রাকৃতিক গ্যাস

- মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ৩০ টি।
- সর্বশেষ – জামালপুরের মাদারগঞ্জের তারতাপাড়া গ্রাম

তিতাস গ্যাসক্ষেত্র

- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র (গ্যাসের মজুদে)

বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র

- আয়তনে বড়।
- দৈনিক সবচেয়ে বেশি গ্যাস উত্তোলন করা হয় বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র, হবিগঞ্জ।

- গ্যাস সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়- বিদ্যুৎ উৎপাদনে (৪৯%)

প্রাকৃতিক গ্যাস

উপকূলীয় অঞ্চলে গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে ২টি, সাঙ্গু এবং কুতুবদিয়া।

সরকার ১৯৮৮ সালে সমগ্র বাংলাদেশের স্থলভাগের গ্যাস সম্পদকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করে।

প্রাকৃতিক গ্যাস

- বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির পর তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে সমুদ্রসীমাকে মোট ২৬টি ব্লকে ভাগ করে পেট্রোবাংলা।
- এর মধ্যে ১১টি অগভীর সমুদ্র ব্লক ও ১৫টি গভীর সমুদ্র ব্লক।
- মোট তেল-গ্যাস ব্লক – ৪৯টি

প্রাকৃতিক গ্যাস

- আমাদের দেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯৫%- ৯৯%।
- সিএনজি (CNG) শব্দের অর্থ কমপ্রেস করা প্রাকৃতিক গ্যাস।
- সিলিন্ডারে করে বিক্রি করা গ্যাসের নাম- বিউটেন গ্যাস।

পেট্রোবাংলা (Petrobangla)

- সরকারি মালিকানাধীন বাংলাদেশের জাতীয় তেল কোম্পানি- পেট্রোবাংলা।
- বাংলাদেশে তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানে এবং তাদের উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ডপরিচালনা করে – পেট্রোবাংলা।
- প্রতিষ্ঠা- ১৯৭২ সালে।
- সদর দপ্তর- কারওয়ান বাজার।
- বাংলাদেশে তেল, গ্যাস অনুসন্ধান এবং উন্নয়নে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহের সাথে উৎপাদন অংশীদারি চুক্তি (পিএসসি) করে থাকে - পেট্রোবাংলা।

কয়লা

- ১৯৫৯ সালে ভূপৃষ্ঠের অত্যধিক গভীরতায় সর্বপ্রথম কয়লা আবিষ্কৃত হয় জয়পুরহাটের জামালগঞ্জে।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।
- আবিষ্কৃত সকল কয়লাখনিই দেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত।

কয়লা

- আয়তনে সবচেয়ে বড় কয়লাখনি - খালাসপীর, রংপুর
- মজুতের দিক থেকে বৃহত্তম – জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট

কয়লা

দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়ায় বাংলাদেশের প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

কয়লা

- বিটুমিনাস কয়লা পাওয়া যায় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে।
- ‘বাংলাদেশের একমাত্র কয়লা শোধনাগার – বিরামপুর হার্ড কোল লিমিটেড, বিরামপুর, দিনাজপুর

বিদ্যুৎ

- বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কাপ্তাই (রাঙ্গামাটি) নির্মাণ হয় ১৯৬২ সালে।

বিদ্যুৎ

দেশের প্রথম কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

বাংলাদেশের প্রথম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয় নরসিংদী জেলায়।

বাংলাদেশে বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে ৩টি- চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও ফেনীতে।

- সবচেয়ে বড় বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র কক্সবাজারের খুরুশকুলে অবস্থিত।
- ক্ষমতা ৬০ মেগাওয়াট।

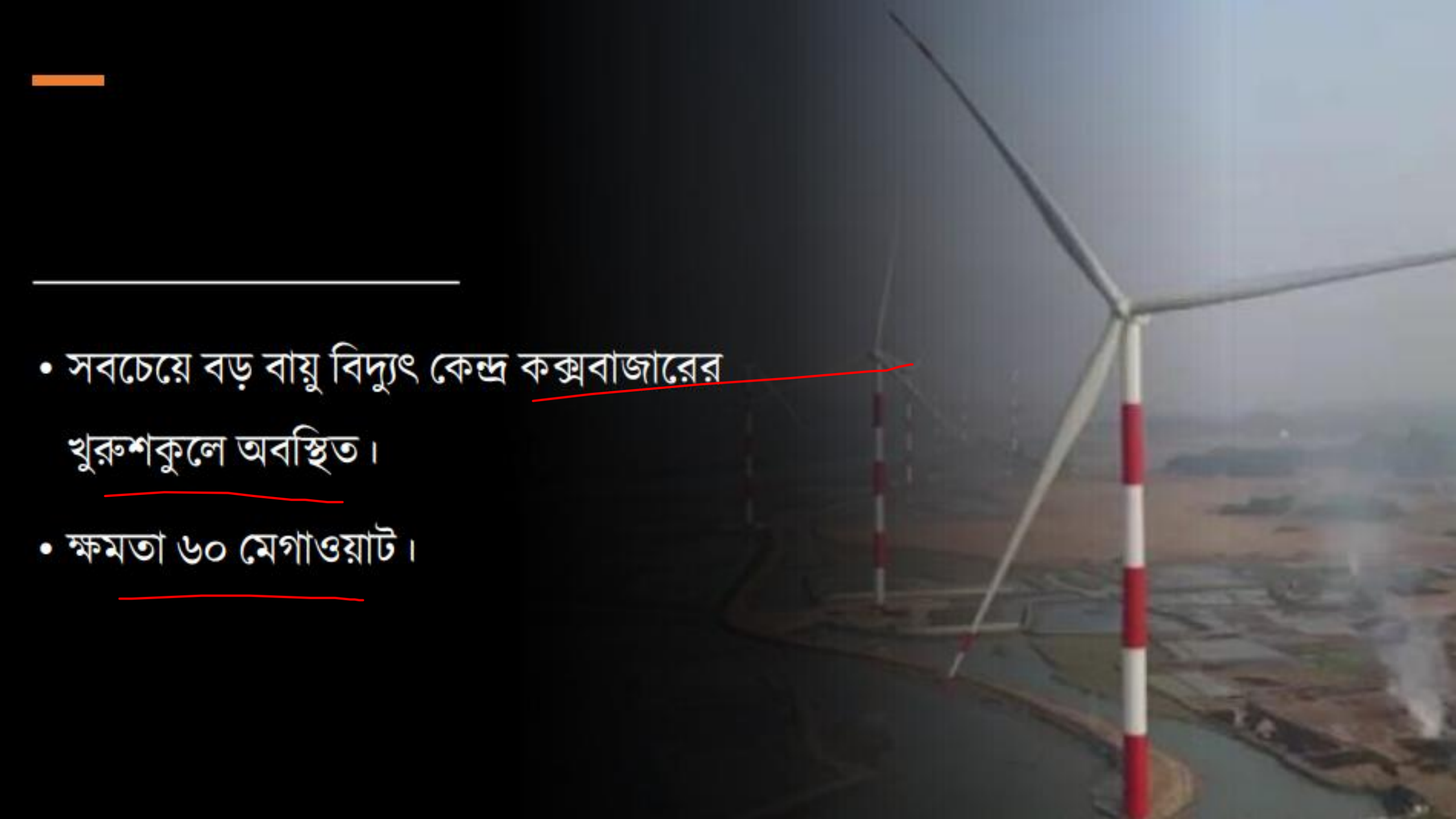

দেশের সবচেয়ে বড় সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র

- গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জে অবস্থিত তিস্তা সোলার লিমিটেড।

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিদ্যুৎকেন্দ্রের অবস্থান, উৎপাদন ক্ষমতা ও সহায়তাকারী দেশ-

পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (কয়লা ভিত্তিক)

- অবস্থান: কলাপাড়া, পটুয়াখালী (আন্ধারমানিক নদীর তীরের ধানখালী গ্রামে)
- উৎপাদন ক্ষমতা: ১৩২০ মেগাওয়াট
- সহায়তাকারী দেশ: চীন
- এটি দেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র।

মাতারবাড়ি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (কয়লা ভিত্তিক)

- অবস্থান: মহেশখালী, কক্সবাজার
- উৎপাদন ক্ষমতা: ১২০০ মেগাওয়াট
- সহায়তাকারী দেশ: জাপান, সিঙ্গাপুর

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কয়লা ভিত্তিক)

- অবস্থান: রামপাল, বাগেরহাট (পশুর নদীর তীরে)
- উৎপাদন ক্ষমতা: ১৩২০ মেগাওয়াট
- সহায়তাকারী দেশ: ভারত

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (Communication System)

- সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় (Ministry of Road, Transport and Bridge)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহনে নিয়োজিত সরকারি সংস্থা- বিআরটিসি (BRTC-Bangladesh Road Transport Corporation)
- সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা ও লাইসেন্স প্রদান করে – বাংলাদেশ সড়ক পরিবহ কর্তৃপক্ষ (BRTA-Bangladesh Road Transport Authority)

- BRTC - Bangladesh Road Transport Corporation
- BTRC - Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission

নৌ পরিবহন

- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন- BIWTC
- Bangladesh Inland Water Transport Corporation (BIWTC)
- সদর দপ্তর ঢাকায়

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ মেগাপ্রজেক্ট প্রকল্প

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- অবস্থান : রূপপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা
- কাজ শেষ হবে : ২০২৩ সালে।
- কোন নদীর তীরে অবস্থিত : পদ্মা নদী
- উৎপাদন ক্ষমতা : ২৪০০ MW

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান : স্টেট অটোমিক এনার্জি কর্পোরেশন (রোসাটম) রাশিয়া
- ইউনিট : ২ টি
- বাংলাদেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কারী দেশের তালিকায় : ৩৩তম
- অর্থায়ন : রাশিয়া - ১১.৩৮৫ বিলিয়ন ও বাংলাদেশ - ১.২৬৫ বিলিয়ন
- ব্যবহৃত জ্বালানি: ইউরেনিয়াম

মেট্রোরেল প্রকল্প

- ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর আওতায় অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসেবে ৬টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেলের সমন্বয়ে মোট ১২৮.৭৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১০৪টি স্টেশন বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার নিমিত্ত সরকার নিম্নোক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করেছে।

- ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা সংক্ষেপে MRT পরিচিত ঢাকা শহরভিত্তিক রেলব্যবস্থা হচ্ছে মেট্রোরেল। বাংলাদেশে মেট্রোরেলের মোট প্রকল্প ৬টি (MRT1 - MRT6)।
- কাজ শেষ হয়েছে – MRT-6
- কাজ চলমান আছে – MRT-1, MRT-5 (Northern Route)

- প্রকল্প পরিচালক কোম্পানি - ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানিলিমিটেড (DMTCL)
- ঋণদাতা সংস্থা - জাইকা (জাপান)

MRT-6

- অফিসিয়াল নাম - Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (MRT)
- অবস্থান - উত্তরা-মতিঝিল-কমলাপুর (Uttara-Motijheel-Kamalapur)

MRT-6

- স্লোগান - বাঁচবে সময়, বাঁচবে তেল, জ্যাম কমাবে মেট্রোরেল
- নির্মাণ কাজ উদ্বোধন হয় – ২৬ জুন, ২০১৬ (একনেকে অনুমোদন- ১৮ ডিসেম্বর, ২০১২)
- মেট্রোরেল চালু হয় - ~~২৮ ডিসেম্বর,~~ ২০২২ (সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয় ২৯ ডিসেম্বর, ২০২২)

MRT-6

- দৈর্ঘ্য (উত্তরা-কমলাপুর) - ২১.২৬ কি. মি.
- স্টেশন – ১৭টি
- মেট্রোরেল এর মোট রুট - ৬টি [ট্রেন চলবে ২৪ টি]
- যাত্রী ধারণক্ষমতা - প্রতি ঘন্টায় ৬০ হাজার/দৈনিক ৫ লক্ষ

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর

- বাংলাদেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর।
- স্থান: মাতারবাড়ী ইউনিয়ন, মহেশখালী উপজেলা, কক্সবাজার।
- মহেশখালীর ‘সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প বাতিল করে মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা হয়।
- জাপানের কাশিমা বন্দরের আদলে নির্মিত হচ্ছে।

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর

- দেশের প্রথম কৃত্রিম চ্যানেল: মাতারবাড়ী চ্যানেল
- চ্যানেলের দৈর্ঘ্য- ১৪.৩ কি. মি.
- চ্যানেলের প্রস্থ- ৩৫০ মি.
- চ্যানেলের গভীরতা- ১৮.৫ মি.
- আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে- ২০২৬ সালে।

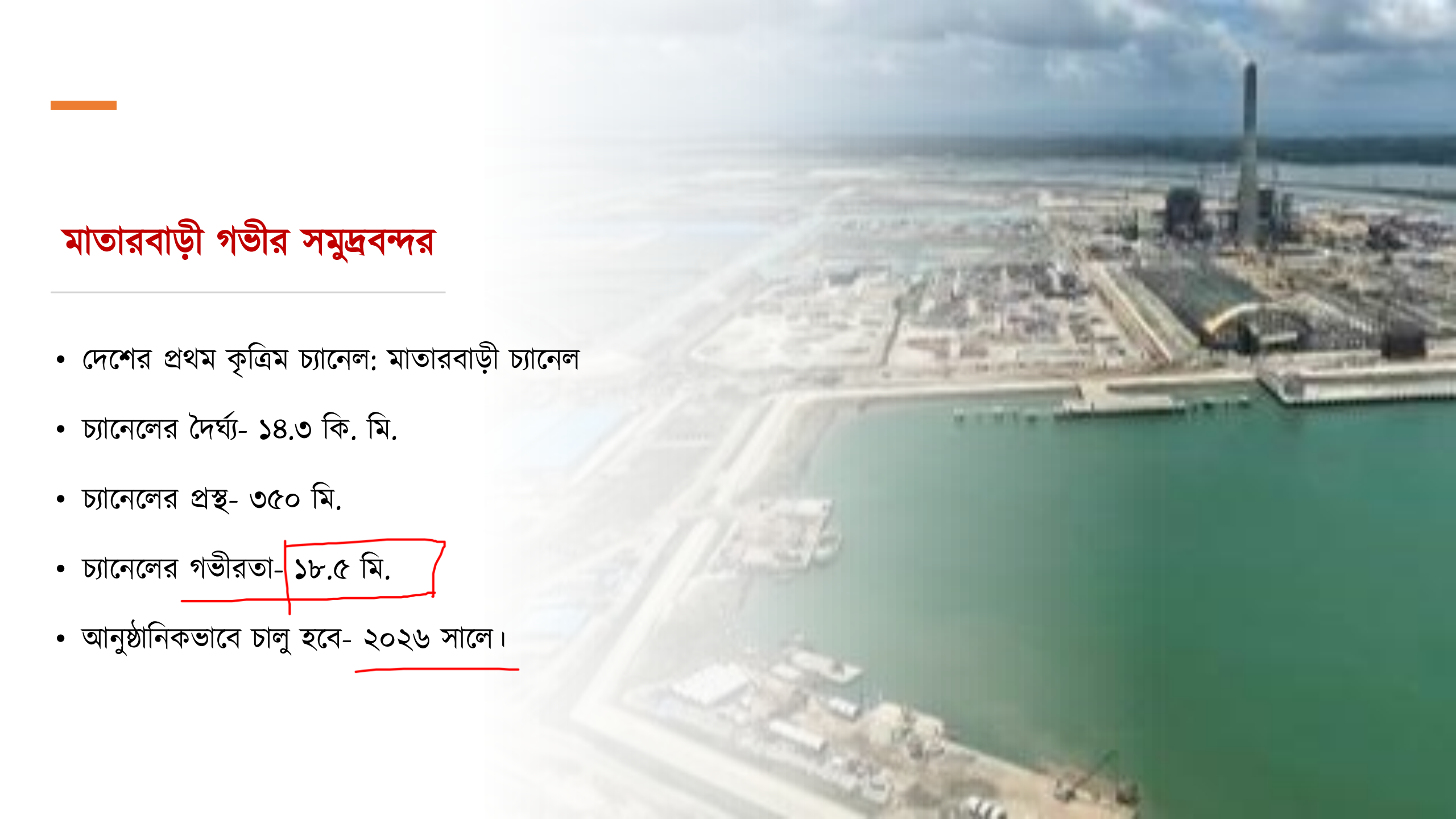

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর

- গভীর সমুদ্রবন্দরের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৭ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা
- প্রথম জাহাজ হিসেবে পানামা পতাকাবাহী ‘ভেনাস ট্রাইয়াম্প' জাহাজ মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরে ভেড়ে: ২৯ ডিসেম্বর, ২০২০।
- আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে: ২০২৬ সালে।

tarbari 2x600 MW USC Coal Fired Power Plant Project

কর্ণফুলী টানেল

- চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশ তৈরী হচ্ছে দুই টিউববিশিষ্ট বহুলেনের কর্ণফুলী টানেল। এ টানেল সংযুক্ত করবে চট্টগ্রাম নগরীর পতেঙ্গা ও দক্ষিণের আনোয়ারা প্রান্তকে। এই প্রকল্পকে বলা হয় 'One City Two Towns'
- অফিসিয়াল নাম - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল (দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম)

কর্ণফুলী টানেল

- টানেলের দৈর্ঘ্য - ৩.৪৩ কি. মি.
- নির্মাণ শুরু - ২০১৯ সালে
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান - China Communications Construction Company Limited

কর্ণফুলী টানেল

- সহায়তাকারী দেশ – চীন
- চীনের যে শহরের আদলে 'One City Two Towns' মডেল গড়ে তোলা হচ্ছে - সাংহাই (Shanghai)
- টানেল চালু হয় – ২৮ অক্টোবর, ২০২৩
- টানেলকে কেন্দ্র করে প্রবেশ করবে - এশিয়ান হাইওয়ে ও নিউসিল্ক রোড

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

- পথ: বিমানবন্দর-যাত্রাবাড়ী (কুতুবখালী)
- দৈর্ঘ্য: ১৯.৭৩/২০ কি.মি.
- সহায়তা: The Italian-Thai Development Corporation Limited China with Railway Construction Corporation Limited.

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ (Delta Plan & Bangladesh)

- বন্যা, নদীভাঙন, নদী ব্যবস্থাপনা, নগর ও গ্রামে পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হিসেবে বহুল আলোচিত 'বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন পায় ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর।
- ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ নেদারল্যান্ডসের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হবে।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ (Delta Plan & Bangladesh)

- পরিকল্পিত ১০০ বছরের প্রথম ১০ বছরে, অর্থাৎ ২০২০-৩০ সালের মধ্যে ২ লাখ ৯৭ হাজার ৮২৭ কোটি টাকা ব্যয় হবে মোট ৮০টি প্রকল্পে। প্রস্তাবিত ৮০টি প্রকল্পে এ টাকা খরচ করতে পারলে ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হবে।

- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাধেম বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০-তে বাংলাদেশকে মোট ছয়টি হটস্পটে ভাগ করা হয়েছে।
- উপকূলীয় অঞ্চল
- পার্বত্য চট্টগ্রাম
- নগর এলাকা
- নদী অঞ্চল এবং মোহনা
- বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল
- হাওড় ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকা

- Coastal Area
- Chittagong Hill Tracts
- Urban Area
- Riverine Area and Estuary
- Barind and Drought-Prone Area
- Haor and Flash
- Flood-Prone Area

মেগা প্রজেক্টে সহায়তাকারী দেশসমূহ

নাম	সহায়তাকারী দেশ	নাম	সহায়তাকারী দেশ
পদ্মা সেতু	চীন	মেট্রোরেল	জাপান
ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	ইতালি-থাই	রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	রাশিয়া
বঙ্গবন্ধু টানেল	চীন	ই-পাসপোর্ট	জার্মানি
ডেল্টা প্ল্যান -২১০০	নেদারল্যান্ডস	পায়রা সেতু	চীন
স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র	ফ্রান্স	কক্সবাজার বিমানবন্দর	চীন
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথ	ADB	BIG-B	জাপান

বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান-

- বিশ্ব পারমাণবিক ক্লাবে - ৩৩তম
- মেট্রোরেল - ৬০তম (এশিয়াতে - ২২তম, দক্ষিণ এশিয়ায় - ৩য়)
- সাবমেরিন - ৪১তম
- স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে - ৫৭তম
- বায়োমেট্রিক সিম রেজিস্ট্রেশন - ২য়
- আল্ট্রা সুপার ক্রিটিকাল ট্যাকনোলজি - ১৩তম
- ই-পাসপোর্ট চালুকরণে - ১১৯তম

Thank You